R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১৯শে নভেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সুপ্রাচীন হাই মাদ্রাসার নাভিশ্বাস উঠছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা জঙ্গিপুর পুরসভা তথা মহকুমার একটি সুপ্রাচীন হাই মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার সুনাম উজ্জ্বল, আর্থিক অবস্থাও ছিল স্বচ্ছল। গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যানিকেতনটির অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হচ্ছে। চলছে ডামাডোল অবস্থা। দু'বছর আগে যখন প্রাক্তন আরএসপি বিধায়ক আবদুল হক প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৭ জন। খুব শীঘ্র আরও কয়েকজন অবসর নেবেন। শিক্ষক কমছে কিন্তু নতুন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। গভর্নিং বডি বা টিচারস কাউন্সিল নির্বিকার। ছাত্র বাড়লেও শিক্ষক বাড়ানো তো দূরের কথা পুরাতন পদগুলি পূরণেরও কোন প্রচেষ্টা কেউ নিচ্ছেন না। ১৯৯৬ এর আগষ্টে হক সাহেব অবসর নেন। তখন থেকে টিচার-ইন-চার্জ হয়ে আছেন মহঃ মুসা। এখনও স্থায়ী প্রধান শিক্ষক কেউ নিযুক্ত হননি। হক সাহেবের আমল থেকেই অবনতির সূত্রপাত। তিনি বিধায়ক থাকায় প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকতেন। তদুপরি বেশির ভাগ সময়েই স্কুলে এসে হাজিরা খাতায় সহি করে চলে যেতেন। তাঁর ক্লাসগুলি চালাতেন তাঁর এক জামাই বা অন্য কোন শিক্ষক। এই স্কুলে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৫০০। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে সংখ্যা ৩০০ করে। যার ফলে সেকশন করতে হয়েছে ৫ম শ্রেণীতে ৫টি ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে চারটি। কিন্তু শিক্ষকের স্বল্পতার জন্য ৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিধায়করা জানালেন তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসীদের কোনও সম্পর্ক নাই

বিশেষ প্রতিবেদক : মহকুমায় মমতাপন্থী যুব কংগ্রেসীরা যে মিটিং মিছিল সভা করে বেড়াচ্ছেন তার সঙ্গে কংগ্রেসের বিধায়কদের কোনও সম্পর্ক নাই বলে জানা যায়। সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান ও সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব এক কথাই বলেন, 'আমরা কংগ্রেসপন্থী প্রদেশ কংগ্রেসের আদর্শ এবং পথই আমাদের পথ।' এছাড়াও ঐ দুই বিধায়ক জোরের সঙ্গে বলেন, যেসব কংগ্রেস কর্মী বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে মহকুমায় জোরদার করতে উঠে পড়ে লেগেছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই ; নীতিগতভাবে তাদের কোন দায়-দায়িত্বও আমরা নিচ্ছি না। সম্প্রতি যারা তৃণমূল কংগ্রেস করছে, যেমন মহঃ ফুরকান, অশোক দাস, শুভাশীষ রায়, সমীর পণ্ডিত, রণজিৎ পাণ্ডে প্রমুখ মহকুমার কোনও বিধায়কদের মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহণ করছে না বলে বিধায়করা জানান। বিধায়ক মহঃ সোহরাব বলেন, সম্প্রতি আমরা বাইদ্যা গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করি সেখানেও ঐসব তৃণমূল কংগ্রেসীরা যোগ দেয়নি। সম্প্রতি মহকুমা শাসক অফিসে বিধায়ক হবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাগীরথীতে সেতু তৈরী ইত্যাদির দাবীতে যে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসীদের গুটিকয়েক নেতা থাকলেও তারা সভাস্থল থেকে বহু তফাতে থেকেছে। মহকুমাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের মধ্যে এরূপ ভাগাভাগির ফলে নির্বাচনে যে তার ছাপ পড়তে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ-১ শিশুবিকাশ প্রকল্পের ও সাবজেলের উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৭ নভেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে রঘুনাথগঞ্জ-১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং কানুপুরে সোনাটিকুরী কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিপূরক পুষ্টির উদ্বোধন করলেন কারা (স্বরাষ্ট্র) ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পূর্ত ও সড়ক দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী, জেলা ডিআরডি-এর পিও সুজয় নিয়োগী, জেলার প্রোজেক্ট অফিসার প্রত্যর্পণ সিংহ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

এ্যামবাসাডর দুর্ঘটনায় অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জীসহ কয়েকজন আহত

রঘুনাথগঞ্জ : বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জীসহ ছয়জন গত ১৩ নভেম্বর বেলা ১২-৩০ নাগাদ ৩৪নং জাতীয় সড়কে গদাইপুর ব্রীজের কাছে গাড়ী দুর্ঘটনায় আহত হন। খবর, ঐ দিন ফরাক্কা এনটিপিসিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 'ষ্টার' যাত্রা দলের সঙ্গে সুমিত্রা মুখার্জীসহ ছয়জন একটি এ্যামবাসাডরে (নং ডব্লু এম ওয়াই ১১০৩) যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে একটি পাটবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে (নং ডব্লু বি ৪১-০৪৪১) মুখোমুখি সংঘর্ষে এ্যামবাসাডরটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ্যামবাসাডরের ড্রাইভার কৃষ্ণ পাল অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গাড়ী চালানর জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাই পুলিশ ট্রাক ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করেনি। দুর্ঘটনার পরপরই জঙ্গিপুরের এসডিপিও এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি ফরাক্কা যাচ্ছিলেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ পুনর্মূল্যায়ন ॥

বর্তমান নিবন্ধ লিখিতে গিয়া আমাদের পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺দাদাঠাকুরের (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) রচিত কবিতার একটি পংক্তি মনে পড়িয়া গেল। লাইনটি এই: 'কী আর হইবে বল মিছামিছি/গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল?' গাছের গোড়া কাটিয়া ফেলিয়া উহার শীর্ষে জলসিঞ্চন দ্বারা সেই গাছকে সঞ্জীবিত করা যায় না। সুতরাং এবংবিধ কর্তন সমীচীন নহে। তবু ত্রুটি স্বীকার করার মধ্যে একটা সান্ত্বনা অবশ্যই থাকে।

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জনৈক মুচকুন্দ দুবে সম্পাদিত 'সুভাষচন্দ্র বোস: দি ম্যান অ্যাণ্ড হিজ ভিশন' নামে একটি পুস্তক প্রকাশকালীন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু নেতাজীর বিষয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণায় অনেক কথা বলিয়াছেন। শ্রীবসু বলেন যে, তিনি যখন লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, তখন সেখানকার লণ্ডন মজলিসের তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মজলিসের কয়েকটি সভানুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁহার সহিত শ্রীবসুদের নানা আলোচনা হইত। শ্রীবসুরা দেশে ফিরিয়া রাজনীতিতে যোগ দিবেন শুনিয়া সুভাষচন্দ্র খুশি হইলেও তাঁহাদিগকে বলেন যে, রাজনীতির জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন যে, সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক জীবন কাটাইয়া তিনি মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিতেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের দেওয়া উপদেশ কত সঠিক ছিল। শ্রীবসু বলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে তাঁহারা পূর্বে দেশপ্রেমিক হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়া ঘোর অন্যায় করিয়াছিলেন। ফ্যাসিবাদের আশঙ্কায় তাঁহারা নেতাজী সম্বন্ধে নানা বিরূপ সমালোচনা করিতেন। এই ভুল তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন। উক্ত সভানুষ্ঠানে শ্রীবসু আরও বলেন যে, সুভাষচন্দ্র জাপানীদের অঙ্গুলিহেলনে চলিতেন না। বরং তাহাদের অনেক ক্রিয়াকলাপের তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

শ্রীবসু খেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুভাষচন্দ্রের জাপানি বিরোধিতার বিষয় আমাদের ইতিহাস বইতে নাই এবং ভারতের এই সুসন্তানের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। তাঁহার মতে দেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সংগ্রামের যথার্থ পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাঁহার মতে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদিগকে অগ্রণী ভূমিকা লইতে হইবে। শ্রীবসু নেতাজীকে এক মহান হৃদয়ের মানুষ বলিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ও কথা বলার সুযোগ পাওয়ায় শ্রীবসু নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে ভারতের স্বাধীনতালাভ আজাদ হিন্দ ফৌজের ধাক্কাতেই ত্বরান্বিত হয়।

অথচ সুভাষচন্দ্র তথা নেতাজী আজিকার মত স্বীকৃতি পূর্বে পান নাই। দেশে থাকাকালীন তাঁহাকে চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে হয়। শাসক ব্রিটিশ ছাড়াও দেশবাসী বহু নেতা তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই নেতাজী সম্বন্ধে 'কুইসলিং', 'তোজোর কুকুর' প্রভৃতি বলা হইয়াছিল। নেতাজীর মরণপণ সংগ্রাম সম্বন্ধে দেশের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন। এমন কি স্বাধীনতালাভের পরেও নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে উপযুক্ত আলোকপাত অদ্যাপি হইল না। রুশ মহাফেজখানায় ভারতীয় গবেষকরা সুস্থভাবে কাজ করিবার সুযোগ পান নাই।

তথাপি সান্ত্বনা এই যে, নেতাজীকে পাওয়া না গেলেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেকের পূর্বধারণা বদলাইতেছে। নেতাজী আজ যেখানেই থাকুন, তাঁহার সম্পর্কে যে পুনর্মূল্যায়ন হইতেছে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া যাক।

বাঙ্গালার ভিখারী

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বাঙ্গালায় ভিখারীর অভাব নাই। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই ভোরাই কীর্তন শুনিবে। নাম শুনাইয়া কীর্তনিরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। অরুণোদয়ের পর মার্তণ্ডদেবের মধ্যগগনে উপস্থিতি পর্য্যন্ত, হাতে পৈঁচে, চুড়ী, কোমরে গোট, কানে দুল, গলায় কন্ঠি, নাকে নাকচাবি, নাসায় তিলক, অধরে তাম্বুলরাগ বৈষ্ণবীর দল গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলে জয় রাধে কৃষ্ণ! কথায় বলে ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। কিন্তু ভিক্ষা ভিন্ন ত বাঙ্গালার আর কিছু দেখতে পাই না।

গ্রন্থকার সমালোচনার ভিখারী। নেতা প্রশংসার ভিখারী দেশভক্ত চাঁদার ভিখারী। সমস্ত দেশ অধিকারের ভিখারী। স্বর্ণ গর্দ্দভ চাটুর ভিখারী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈভবের ভিখারী, নিন্দুক পরগ্লানির ভিখারী, সংস্কারক পুঁজ-রক্তের ভিখারী, গোঁড়া কপটতার ভিখারী, রাত ভিখারী, দিন ভিখারী, বড় ভিখারী, ছোট ভিখারী, ভোটের ভিখারী, খোস-নামের ভিখারী, ভিখারীর ত সংখ্যা হয় না।

ভিখারীর কাছেও সময়ে পার পাওয়া যায়। 'অশৌচ' শুনিলেই ইহারা পালায়। কিন্তু রাজনীতির ভিখারীরা এ ধর্ম মানেন না। রাজদ্বারের ভিক্ষায় শৌচার বিচার নাই। কেবল দেহি দেহি রব! কমিশনের আঁতুড়ে দেহি! অধিকারের শ্মশানেও দেহি! তোমার হাজুক, মজুক, তুমি বাঁচো আর মরো, ভিক্ষা দাও! আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আবেদনের খঞ্জনী বাজাইতেছি, তুমি ভিক্ষা দাও। আমার যাহা আছে তাহার একটী কাণাকড়ি পর্য্যন্ত গরীবের পিতৃরক্ত—আমি দিতে পারি না নিতে জানি, আমায় ভিক্ষা দাও! অনেকবার গলাধাক্কা খাইয়া ফিরিয়াছি, এবং হুলোর মত সাত পা চলিয়াই ভুলিয়া গিয়াছি, এবার নূতন মখমলের খাসা ভিক্ষার ঝুলি সেলাই করিয়া আনিয়াছি, করোনা বঞ্চিত দাও কিঞ্চিৎ।

কি বালাই অশৌচেও মুক্তি নাই। এই ধর গত ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে আমাদের রাজা ইংরেজের লক্ষ লক্ষ সন্তান মরিয়াছে, এখনও তাহাদের মৃতাশৌচ যায় নাই, তবু ভিখারী তাড়াইবার যো নাই। তবু ভিক্ষা সমানে সজোরে সটানে সজ্ঞানে চলিতেছে। ইহারা এমন তুখোড় ভিক্ষুক যে বলিতেছে আমরা দেড়শ বছরের অন্ধ, দুশো বছরের খোঁড়া তিনশো বছরের কুঠে বলিয়া জাঁক করিয়া ভিক্ষা দাবী করিতেছে!

আর ত দেখা যায় না। দেহি দেহি রবে অরুচি হইয়া গেল। দোহাই রাজনীতির ভিখারী ব্রিটিশ রাজ্যে এখনও মৃতাশৌচ যায় নাই, এখন ভিক্ষার ঝুলি শিমূল গাছের ডালে তুলিয়া রাখো। আবার সময় হইলে বাহির করিও, তোমাদের দেহি দেহি রবে গগন পবন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দোহাই তোমাদের!

[রচনা : ১৩৩৪ সাল]

কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন

গত ৮ নভেম্বর জঙ্গিপুর সাহেববাজারে পৌরসভার পরিচালনাধীন একটি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক। জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন এই সেন্টার পুরশহরের দরিদ্র মানুষের উপকারে কাজ করে যাবে। অনুষ্ঠানে পুর-কাউন্সিলরাও উপস্থিত ছিলেন।

Government of West Bengal

Office of the Commissioner, Presidency Division

11, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001

NOTICE

The Commissioner, Presidency Division, will hold an inquiry in terms of the Notification No. 8496-P dated 7/11/97 of the Home Department, Government of West Bengal, into the serious boat accident which took place on the 22nd October, 1997 at 13.30 hours at Amuaghat on the Farakka Barrage feeder canal to the river Bhagirathi under P. S. Suti, District Murshidabad, resulting in the death of 47 persons (reported so far) and injuries to 54 others.

2. The inquiry will cover, inter alia, ascertaining :—

(i) The cause of the accident.

(ii) finding the responsibility, direct as well as indirect, of various persons/agencies for such accident.

(iii) evaluating the action taken by different agencies to deal with the situation arising out of the accident.

(iv) for giving suitable recommendation for laying down clear norms for avoidance of such accidents in future.

3. Any person having any knowledge of these aspects of the accident may appear before the Commissioner, Presidency Division and make a statement which may be helpful for the purpose of the inquiry. Interested persons are requested to write to the Sub-Divisional Officer, Jangipore, Raghunathgunge, District Murshidabad, or District Magistrate, Murshidabad, Berhampore, within 7 (Seven) days indicating his/her name, address, occupation and extent of knowledge of the incident (in brief) so that he/she may be invited to give evidence during the course of the inquiry.

4. Evidence will be recorded by the Commissioner, at the office of the Sub-Divisional Officer, Jangipore, Murshidabad or the office of the District Magistrate, Murshidabad, at Berhampore, as may be intimated in due course indicating the date, time and place when he/she will appear.

Sd/-
Commissioner,
Presidency Division

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় ভুক্তিপতির কার্যালয়

১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

বিজ্ঞপ্তি

(১) ১৯৯৭ সালের ২২শে অক্টোবর, মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার অন্তর্গত, ভাগীরথী নদী সংযুক্ত ফারাক্কা সেচ বাঁধের, ফিডার খালের আমুয়াঘাটে, প্রায় দুপুর ১-৩০ নাগাদ, একটি গুরুতর নৌকা দুর্ঘটনা ঘটে এবং ইহার ফলে ৪৭ জন ব্যক্তি নিহত (এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরানুযায়ী) এবং ৫৪ জন আহত হন সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৭/১১/৯৭ তারিখের ৮৪৯৬-পি বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী, প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় ভুক্তিপতি একটি তদন্ত করিবেন।

(২) তদন্তে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, সেগুলি হইল :— দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, কোন্ কোন্ ব্যক্তি এবং অনুসংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্ঘটনার জন্য দায়শীল তাহা নির্দ্ধারণ, দুর্ঘটনারউদ্ভূত পরিস্থিতিতে, যে সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলির মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই রূপ দুর্ঘটনা এড়ান যায়, সে বিষয়ে পালনীয় স্বচ্ছ নিয়মাচারগুলি সুপারিশ করা।

(৩) কোন ব্যক্তির এই দুর্ঘটনাটির উপরিলিখিত দিকগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে, তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় ভুক্তিপতির সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং বিবৃতি দিতে পারিবেন—যাহা এই তদন্তে সহায়ক। আগ্রহী ব্যক্তিগণ সাতদিনের মধ্যে তাঁহাদের নাম ঠিকানা পেশা এবং ঘটনা বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি (সংক্ষিপ্তভাবে), উল্লেখ করিয়া, জঙ্গীপুর মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানাইবেন, যাহাতে তদন্ত চলাকালীন সময়ে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা যায়।

(৪) ভুক্তিপতি কর্তৃক, জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে, (রঘুনাথগঞ্জ) বা মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের কার্যালয়ে, (বহরমপুর) সাক্ষ্য গ্রহণ ও নথীভুক্ত করা হইবে এবং এই বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে এবং কোথায় উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা যথাসময়ে লিখিতভাবে জানানো হইবে।

স্বাঃ ভুক্তিপতি
প্রেসিডেন্সী বিভাগ

সাবজেলের উদ্বোধন (১ম পৃষ্ঠার পর)

রঘুঃ-১ প্রকল্পের সিডিপিও অশোক পোদ্দার ও সুতী-১ প্রকল্পের সিডিপিও পীযূষ সাহা। প্রত্যেক বক্তাই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও পৌরসভার আন্তরিক সহযোগিতার কথাই বারংবার উল্লেখ করেন। ঐ দিনই মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী বহু উপেক্ষিত ও বিতর্কিত জঙ্গিপুর সাবজেলেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সেখানের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী ছাড়াও পৌরপতি, মহকুমা শাসক, স্থানীয় বিধায়ক, আইজি (প্রিজন), মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, আরএসপি নেতারা ও প্রাক্তন বিধায়ক প্রমুখ উপস্থিত থেকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। জেল সংস্কার ও কোয়ার্টার নির্মাণে মোট ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। সাবজেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে দূরে রাখায় অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা আয়োজকদের আথিতেয়তা বর্জন করেন। উল্লেখ্য, ২৩ জন কয়েদীকে রাখার উপযুক্ত ছোট্ট সাবজেলের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল গত ৯৫-এর ডিসেম্বর মাসে।

সুমিত্রা মুখার্জীসহ কয়েকজন আহত (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁরাই আহতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে পৌঁছে দেন এবং ওষুধের ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে অভিনেত্রীকে দেখার জন্য হাসপাতালে উৎসুক মানুষের ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায়। ঐদিন সন্ধ্যের দিকে সুমিত্রাদেবীদের এ্যামবুলেন্সে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কাতর সুমিত্রা মুখার্জীকে ঘিরে হাসপাতালের ডিউটিরত ডাক্তার, নার্স ও কর্মীদের ছবি তোলার বহর দেখে অনেকেই অবাক হন।

কংগ্রেসীদের কোনও সম্পর্ক নাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাধ্য সে কথাও সোহরাব সাহেব একবাক্যে স্বীকার করে নেন। উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে কংগ্রেস অফিসের সামনে জঙ্গিপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১৩ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ছাড়াও জেলা, ব্লক ও জঙ্গিপুর পৌর এলাকার বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হাজির ছিলেন বলে খবর।

হাই মাদ্রাসায় নতিশ্বাস উঠছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দুটি করে সেকশন চালাতে হচ্ছে। যার ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সামলাতে লেখপড়ার বারোটা বেজেছে। এদিকে ইংরাজীর দুজন শিক্ষক অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁরা ছুটি নেওয়ায় তাঁদের ফাঁকা জায়গায় কোন ভ্যাকেন্সী দেখানো যায়নি। আবদুল হকের সময় থেকে যে রাজনীতি শুরু হয় তার ফলে এখানে শিক্ষকদের মধ্যে দুটো গ্রুপ হয়ে গিয়েছে। গভর্নিং বডিও সেইভাবে দু'ভাগে। দুই গ্রুপ পরস্পরের উপর দোষ চাপিয়েই নিশ্চিন্ত। কেউই স্কুলের উন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট নন। স্কুলটিকে আপগ্রেডেড অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক করার চেষ্টাও বিশবাঁও জলের তলায়। মাদ্রাসার প্রচুর জায়গা জমি বেআইনীভাবে বিক্রি হয়ে গেছে। তা নিয়ে মামলা মোকর্দমাও চলছে। স্কুল জমিতে তৈরী করা ঘরগুলি থেকে আগে প্রচুর টাকা ভাড়া উঠতো। এখন তদ্বিরের অভাবে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ঠিকভাবে ভাড়া আদায় হচ্ছে না। স্কুল অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে না শিক্ষকরা, না কমিটি মেম্বার, না অভিভাবকরা কেউ এ অবস্থা রুখতে সচেষ্ট নন। ফলে ধীরে ধীরে মহকুমার এই সুপ্রাচীন মুসলিম বিদ্যানিকেতনটি মৃত্যু মুখে এগিয়ে চলেছে।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

দীপাবলীর অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ২০%. সরকারী ছাড়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।